A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

রবিবার, ১৯ শে জুন, ২০০৫

HTML শিখুন (পর্ব-১)

কি কাজে লাগেঃ

HTML মূলতঃ ওয়েব পেজ তৈরীর কাজে লাগে। আপনি হয়তো ইতিমধ্যেই Microsoft FrontPage বা Macromedia Dreamweaver দিয়ে আপনার পুরো ওয়েব সাইটটি তৈরী করে ফেলেছেন, অথচ আপনার HTML ল্যাঙুয়েজ সম্পর্কে খুব একটা ভাল ধারণা নেই। এরকম অনেক ওয়েব ডেভেলপারদের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে, যারা কিনা HTML ল্যাঙুয়েজ ঠিকমত পারে না, অথচ তারা উপরে উল্লেখিত সফটওয়্যারগুলো দিয়ে সুন্দর সুন্দর অনেক ওয়েব সাইট তৈরী করে ফেলেছেন। তাহলে প্রশ্ন হলো, আপনিই বা কেন কষ্ট করে HTML শিখতে যাবেন? কারণটা হলো আপনি সবসময় উল্লেখিত সফটওয়্যারগুলো দিয়ে পার পেয়ে যাবেন যে, তা নয়। মাঝে মাঝে আটকে যাবেন। তাছাড়া কিছু কিছু কাজ ম্যানুয়ালি করতেই হয়। তা না হলে আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজতে আপনাকে ইন্টারনেটে হাতড়ে বেড়াতে হবে। তার চাইতে নিজের সমস্যাগুলো নিজেই সমাধান করে ফেলা ভাল নয় কি? পাশাপাশি নতুন একটা বিষয় সম্পর্কেও আপনার জানা হল।

আপনার ন্যুনতম যোগ্যতাঃ

বিভিন্ন ওয়েব ব্রাউজার দিয়ে বিভিন্ন ধরণের ওয়েব সাইট ব্রাউজ করতে পারা, বিভিন্ন ওয়েব সাইটে নিজেই নিজের রেজিস্ট্রেশন করতে পারা, ইমেইল চেক করতে পারা এবং ইন্টারনেট সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা। এর বাইরে আপনাকে অন্তত উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের যে কোন একটি ভার্সন (উইন্ডোজ ৯৫, ৯৮, এমই, এনটি ৪, ২০০০, এক্সপি, ২০০৩, লঙহর্ণ ইত্যাদি) ব্যবহারে অভ্যস্ত হতে হবে। আর আপনি যদি ইউনিক্স (লিনাক্স, ম্যাক, সোলারিস্, *বিএসডি ইত্যাদি) অপারেটিং সিস্টেমের ব্যবহারকারী হন, তাহলে তো কোন কথাই নেই।

সূচনাঃ

HTML এর পূর্ণ অর্থ হলো Hyper Text Markup Language. যদিও HTML কোন পূর্ণাঙ্গ প্রোগ্রামিং ল্যাঙুয়েজ নয়, তারপরও ওয়েব ব্রাউজারে যে কোন পেজের রেন্ডারিং HTML ল্যাঙুয়েজেই হয়, তা সে ASP, PHP, Cold Fusion, JSP বা CGI, যে প্রযুক্তি দিয়েই তৈরী হোক না কেন। আপনি কোন ওয়েব সাইট এ গিয়ে আপনার ওয়েব ব্রাউজারের ভিউ মেনু থেকে পেজ সোর্স এ ক্লিক করে ওয়েব পেজটির সোর্স কোড দেখুন। <> এবং </> কিছু চিহ্নের মাঝে কিছু ইংরেজী শব্দ দেখতে পাবেন। এদেরকে HTML ট্যাগ বলা হয়। HTML ল্যাঙুয়েজের হাতে গোনা অল্প কিছু ট্যাগ রয়েছে, যা আপনি একটু চেষ্টা করলেই করায়ত্ত করে ফেলতে পারবেন। আমি এই টিউটোরিয়ালটিতে HTML এর উৎপত্তি, এর জনক ইত্যাদি বিভিন্ন তত্ত্বীয় বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা করতে যাব না। আপনারা এর ইতিহাস্ জানতে চাইলে দয়া করে কোন বই পড়ে জেনে নেবেন। HTML এর উপর আপনি পুরোপুরি এক্সপার্ট হতে চাইলে "Dynamic HTML: The Definitive Reference, Second Edition – O'reilly" এই বইটি পড়ে দেখতে পারেন। এই বইটিতে HTML, CSS, JavaScript এবং DOM (Document Object Model) সব বিষয়েই উদাহরণসহ বেশ বিস্তারিত আলোচনা করা আছে। তো চলুন এবার শুরু করা যাক।

যা যা প্রয়োজন হবেঃ

একটি সাধারণ টেক্সট এডিটর, যেমন নোটপ্যাড। আপনার অপারেটিং সিস্টেম যদি ইউনিক্স হয় (লিনাক্স, ম্যাক, সোলারিস্, *বিএসডি ইত্যাদি), তাহলে জি-এডিট, কে-এডিট, এক্স-এডিট, এন-এডিট ইত্যাদির মধ্য থেকে যে কোনটি ব্যবহার করতে পারেন।

আর প্রয়োজন হবে একটি ওয়েব ব্রাউজারের, যেমন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার। আপনার অপারেটিং সিস্টেম যদি ইউনিক্স হয় (লিনাক্স, ম্যাক, সোলারিস্, *বিএসডি ইত্যাদি), তাহলে মজিলা, অপেরা, সাফারি, ফায়ারফক্স, নেটস্কেপ নেভিগেটর, গ্যালিয়ন, ইপিফানি, কনকরার ইত্যাদির মধ্য থেকে যে কোনটি ব্যবহার করতে পারেন। উল্লেখিত সফটওয়্যারসমূহ আপনার পিসিতে ইনস্টলড অবস্থাতেই পাবেন আশাকরি।

ইন্টারনেট নিয়ে কিছু কথা:

আপনি আপনার ওয়েব ব্রাউজারে বিভিন্ন ওয়েব সাইটের এ্যাড্রেস্ লিখে ব্রাউজ করছেন, আপনার ওয়েব ব্রাউজারটি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে আপনাকে সেই ওয়েব সাইটগুলোর হোম পেজ / অন্য কোন পেজ লোড করে দেখাচ্ছে। কখনও ভেবে দেখেছেন কি, কাজগুলো কিভাবে সম্পন্ন হয়?

বিভিন্ন ওয়েব সাইটের জন্য নির্দিষ্ট আইপি (ইন্টারনেট প্রোটোকল) এ্যাড্রেস্ থাকে, যেমনটি আপনার নিজের পিসিতেও রয়েছে। গুগলের বর্তমান আইপি এ্যাড্রেস্ হলো: ৬৪.২৩৩.১৮৯.১০৪ এবং ২১৬.২৩৯.৫৭.৯৯ (ইংরেজী ভার্সনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। চাইলে আপনি এই আইপি এ্যাড্রেস্ দু'টি আপনার ওয়েব ব্রাউজার দিয়ে ব্রাউজ করে দেখতে পারেন, গুগল সার্চ ইঞ্জিনের হোম পেজ চলে আসবে। এখন কথা হচ্ছে, আপনাকে যদি এভাবে বিভিন্ন ওয়েব সাইটের আইপি এ্যাড্রেস্ মুখস্ত করে ব্রাউজ করতে হত, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াতো?

এই অবস্থার কথা চিন্তা করেই আইসিএএনএন (ইন্টারনেট কর্পোরেশন ফর এ্যাসাইনড নেমস্ এ্যান্ড নাম্বারস্) প্রত্যেকটি ওয়েব সাইটের আইপি এ্যাড্রেস্‌ের বিপরীতে একটি করে নাম দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, যা ডোমেইন নেম হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত। তাই আমরা এখন ৬৮.১৪২.২২৬.৩৮ না লিখে ইয়াহু.কম লিখি বা ২০৭.৬৮.১৭১.২৪৫ না লিখে এমএসএন.কম টাইপ করি।

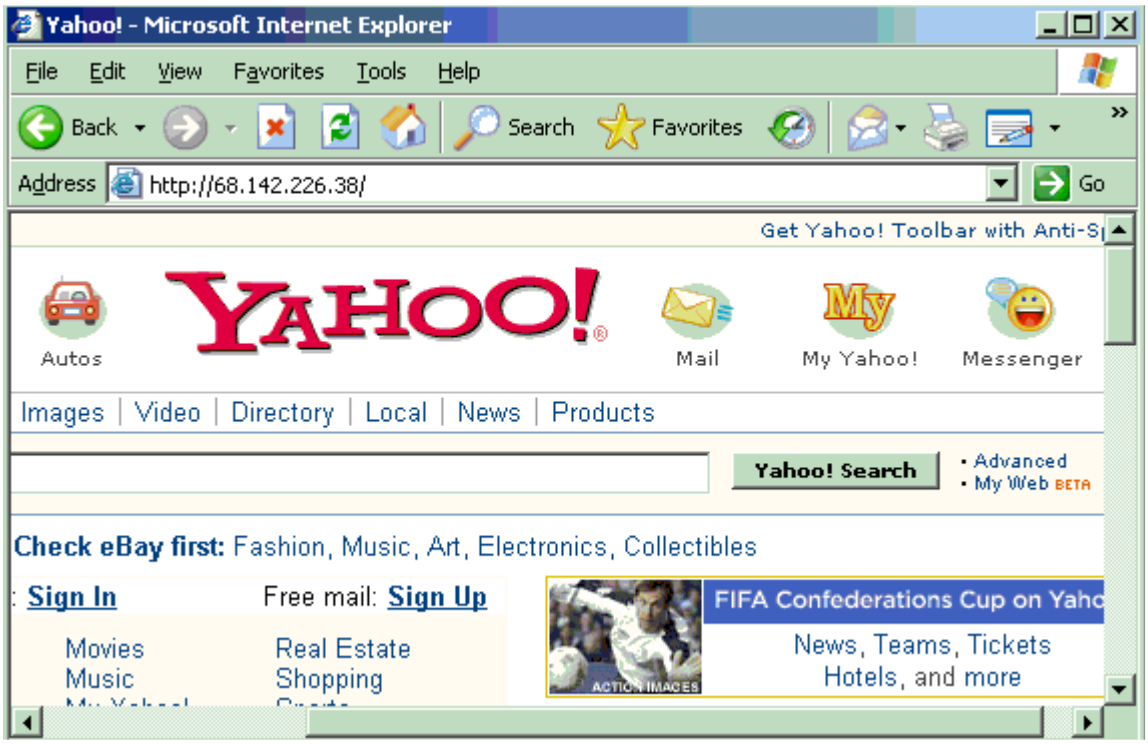

ছোট এবং মাঝারি ধরণের ওয়েব সাইটগুলো বিভিন্ন সেন্ট্রাল ওয়েব সার্ভারে ওয়েব স্পেস্ কিনে অবস্থান করে, আর মাইক্রোসফট, এ্যাপেল, ইয়াহু ইত্যাদি বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদেরই শক্তিশালী ওয়েব সার্ভার রয়েছে।

ওয়েব সার্ভারটা আবার কি জিনিস (খায় নাকি মাথায় দেয়)? ওয়েব সার্ভার হলো আপনার আমার কম্পিউটারের মতই একটি কম্পিউটার, কিন্তু অনেক বেশী গতিশীল এবং শক্তিশালী। এদের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি অনেক বেশী থাকে, কারণ বিভিন্ন ওয়েব সাইটের কাছে তারা ওয়েব স্পেস্ বিক্রয় করে থাকে। এদের নামেই অনুমেয় যে, এদের মূল কাজ হলো সার্ভ করা। একটি ওয়েব সার্ভারে প্রতি মিনিটে কয়েক হাজার এমনকি কয়েক লক্ষ রিকোয়েস্ট একসঙ্গে আসতে পারে, যা ওয়েব সার্ভারটি সামাল দিতে সক্ষম এবং রিকোয়েস্টগুলো পূর্ণ করতে সক্ষম। আপনার আমার কম্পিউটারটিকে ওয়েব সার্ভার হিসেবে ব্যবহার করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই হ্যাং/ক্র্যাশ করে বসবে।

যাই হোক, আপনি যখন কোন ওয়েব সাইট ব্রাউজ করতে যান তখন আপনার ওয়েব ব্রাউজারটি আপনার আইএসপি (ইন্টারনেট সার্ভিস্ প্রোভাইডার) ঘুরে উক্ত ডোমেইন নেম সম্বলিত ওয়েব সাইটটি যে ওয়েব সার্ভারে রয়েছে, তার কাছে পেজটি রিকোয়েস্ট করে। ওয়েব সার্ভার রিকোয়েস্ট রিসিভ করার পর উক্ত ওয়েব সাইটটির হোম পেজ বা আপনি যদি কোন নির্দিষ্ট ওয়েব পেজের জন্য রিকোয়েস্ট করে থাকেন, তা খুঁজে নিয়ে ওয়েব ব্রাউজারের কাছে পাঠায় এবং সাথে একটি ম্যাসেজ পাঠায় "২০০ ও.কে.", যা ওয়েব ব্রাউজার আমাদের দেখায় না। এরপর ওয়েব ব্রাউজার পেজটিকে HTML এ রেন্ডার করে আপনার সামনে উপস্থাপন করে।

অনেক সময় রিকোয়েস্টেড পেজটি ওয়েব সার্ভার খুঁজে না পেলে একটি এরর ম্যাসেজ পাঠায় "৪০৪ পেজ নট ফাউন্ড", যা হয়ত ইতিমধ্যেই আপনারা দেখে থাকবেন। নিচের চিত্রটি একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন:

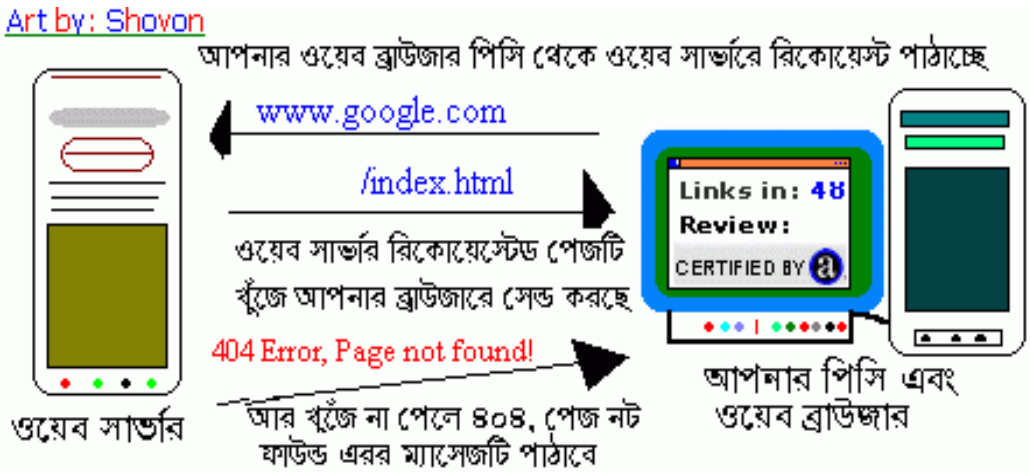

এভাবেই ক্লায়েন্টের (আপনার ব্রাউজার) রিকোয়েস্ট এবং সার্ভারের রেসপন্স এর মধ্য দিয়েই সমাধা হয় আপনার যাবতীয় ওয়েব ব্রাউজিং এর কাজ। যদিও প্রসেসটি আরও অনেক জটিল (শুধু এই বিষয়ের উপরেই বাজারে মোটা মোটা অনেক বই পাওয়া যায়), আমি শুধু আপনাদের সহজভাবে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি মাত্র। যদি আমার লেখাটি পড়ার পরও আপনাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা পরিস্কার না হয়, তাহলে নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন :)

বেসিক ওয়েব পেজ স্ট্র্যাকচার:

HTML পেজ, যাকে আমরা সচরাচর ওয়েব পেজ হিসেবে সম্বোধন করে থাকি, মূলতঃ দু'টি অংশে বিভক্ত, HEAD এবং BODY. এই অংশগুলো দু'টি এ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট দিয়ে আবদ্ধ থাকে ঠিক এইভাবে <HEAD> এবং <BODY>. এদেরকে হেড ট্যাগ এবং বডি ট্যাগ নামে সম্বোধন করা হয়। HTML এ কোন ট্যাগ শুরু করলে, তা ক্লোজ বা বন্ধ করে দিতে হয় (বিশেষ কিছু ট্যাগের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে)। হেড ট্যাগ এবং বডি

ট্যাগ ক্লোজ বা বন্ধ করতে চাইলে লিখতে হবে, </HEAD> এবং </BODY>. অর্থাৎ ক্লোজ করার সময় শুধু একটি / (ফ্রন্ট স্ল্যাশ্) লাগিয়ে দিলেই হবে। যে কোন HTML পেজের শুরু হয় <HTML> ট্যাগ দিয়ে এবং শেষ হয় </HTML> ট্যাগ দিয়ে। তাহলে এবার আমরা একটি খুবই সাধারণ একটি HTML পেজের স্ট্র্যাকচার দেখে নেই:

```
<HTML>
 <HEAD>
  Here should be other header tags
 </HEAD>

 <BODY>
  Here should be the body text and other necessary tags
 </BODY>
</HTML>
```

এবার আমরা দেখবো কিভাবে HTML ট্যাগগুলো লিখে আপনি ওয়েব পেজ আকারে সেভ এবং ব্রাউজ করতে পারবেন। নোটপ্যাড বা অন্য কোন টেক্সট এডিটর ওপেন করুন। এবার নিচের কোডগুলো হুবহু নোটপ্যাডে টাইপ করুন:

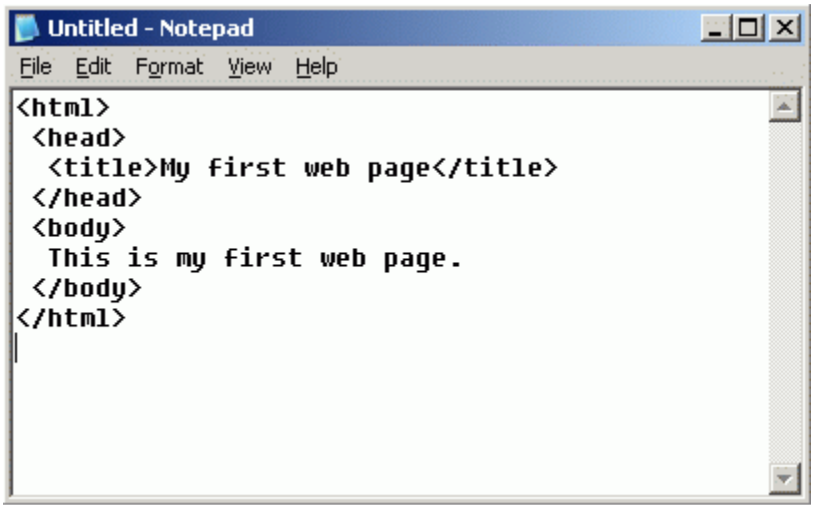

এখানে আমি নতুন একটি ট্যাগ ব্যবহার করেছি, <title> ট্যাগ। এই ট্যাগটি শুরু করে তারপর মাঝখানে টেক্সট আকারে কিছু লিখলে, তা ওয়েব ব্রাউজারের টাইটেল বারে দেখাবে। এরপর অবশ্যই </title> ট্যাগটি ক্লোজ বা বন্ধ করে দিতে হবে। এখানে বলে নেওয়া ভাল যে, HTML ইংরেজী ছোট হাতের অক্ষর আর বড় হাতের অক্ষরে কোন পার্থক্য করে না, যা প্রোগ্রামিং ল্যাঙুয়েজের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। <body> এবং </body> ট্যাগের মাঝখানে কিছু লিখলে, তা ওয়েব ব্রাউজারের বডিতে, অর্থাৎ ওয়েব পেজের টেক্সট হিসেবে দেখায়।

এবার আপনি আপনার টাইপ করা ফাইলটি আপনার হার্ড ড্রাইভের সুবিধাজনক কোন স্থানে আপনার পছন্দনীয় কোন নামে .html এক্সটেনশন দিয়ে সেভ করুন। যেমন ধরুন আপনি সেভ করার সময় ফাইলটির নাম রাখলেন, "My First Web Page", তাহলে এর সঙ্গে .html এক্সটেনশন যোগ করুন। তাহলে এবার পুরো ফাইলটির

নাম দাঁড়াচ্ছে "My First Web Page.html "। এবার ডাবল ক্লিক করে ফাইলটি ওপেন করুন। নিচের চিত্রটির মত আউটপুট পাবেন:

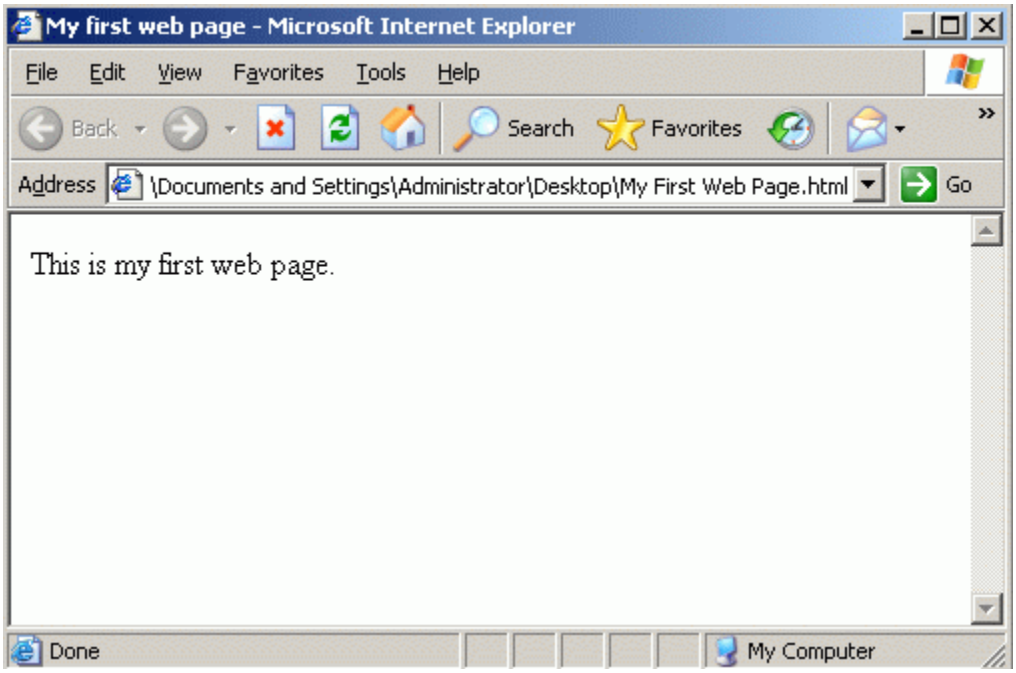

উল্লেখ্য যে, আপনি ইচ্ছে করলে .html এক্সটেনশনের পরিবর্তে .htm এক্সটেনশন ব্যবহার করতে পারেন। দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে .html এক্সটেনশন ব্যবহার করি, তাই অভ্যাসবসতঃ শুধু .html এক্সটেনশনের কথাই উল্লেখ করে গেছি।

আজ এ পর্যন্তই থাক। ইনশাল্লাহ্, আগামী পর্বে আবার দেখা হবে। টিউটোরিয়ালটি সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত আশা করছি।

-- মোহাম্মদ আহ্সানুল হক শোভন
ইমেইল-১: ahsanul_haque_shovon@yahoo.com
ইমেইল-২: ahsanul_haque_shovon@unilinkbd.net
ওয়েবসাইট: http://www.shuvorim.tk

বুধবার, ২২ শে জুন, ২০০৫

HTML শিখুন (পর্ব-২)

আমি ধরে নিচ্ছি "HTML শিখুন" টিউটোরিয়ালটির প্রথম পর্বটি আপনি পড়েছেন এবং চর্চা করেছেন। আপনি যদি কোন কারণে প্রথম পর্বটি না পড়ে থাকেন, তাহলে এই ওয়েব সাইটটি থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন http://www.shuvorim.tk

ওয়েব সার্ভার সম্পর্কে কিছু কথাঃ

ওয়েব সার্ভারগুলোতে শক্তিশালী হার্ডওয়্যার আর অপারেটিং সিস্টেম থাকলেই সেটি সম্পূর্ণরূপে ওয়েব সার্ভার হয়ে ওঠে না। পরিপূর্ণ ওয়েব সার্ভার রূপে আত্মপ্রকাশ করতে চাইলে এতে একটি ভাল ওয়েব সার্ভার সফটওয়্যার ইনস্টলড থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে ইন্টারনেটে সবচাইতে জনপ্রিয় ওয়েব সার্ভার সফটওয়্যার হলো এ্যাপাচি এইচটিটিপি সার্ভার। এরপরেই মাইক্রোসফটের ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভারের অবস্থান। এছাড়া আরও রয়েছে সান, জিউস্, জিগ স্ ইত্যাদি ওয়েব সার্ভার যে গুলো মোটেও জনপ্রিয় নয়। http://news.netcraft.com এর জুন, ২০০৫ জরিপে ইন্টারনেটে ওয়েব সার্ভার সফটওয়্যার হিসেবে এ্যাপাচি এইচটিটিপি সার্ভারের ব্যবহার শতকরা ৬৯.৭০%, যেখানে মাইক্রোসফটের ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভারের ব্যবহার শতকরা ২০.২৬% । আর সান এবং জিউসের ব্যবহার যথাক্রমে ২.৮৫% এবং ০.৯০% । এই জরিপটিতে অংশ নিয়েছিলো প্রায় ৬,৪৮,০৮,৪৮৫ টি ওয়েব সাইট। এ্যাপাচি এইচটিটিপি সার্ভারের সর্বশেষ ভার্সন হলো ২.৫৪ এবং ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভারের সর্বশেষ ভার্সন হলো ৬.০। এ্যাপাচি এইচটিটিপি সার্ভার ডাউনলোড করতে চাইলে চলে যান এই ওয়েব সাইটটিতে http://httpd.apache.org, আর আপনি যদি উইন্ডোজ এনটি বেজড অপারেটিং সিস্টেমের ব্যবহারকারী হন (২০০০, এক্সপি, ২০০৩, লঙহর্ণ ইত্যাদি), তাহলে ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভার আপনার অপারেটিং সিস্টেমের সিডিটির মধ্যেই রয়েছে। আপনার অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ৯৫, ৯৮, এমই অথবা এনটি ৪ হলে আপনাকে একটু কষ্ট করে মাইক্রোসফটের অফিসিয়াল ওয়েব সাইট থেকে পার্সোনাল ওয়েব সার্ভার ডাউনলোড করে নিতে হবে। অনেক সিডির এ্যাড অনস্ ফোল্ডারে অবশ্য পার্সোনাল ওয়েব সার্ভার দেওয়া থাকে।

যাই হোক, HTML পেজ তৈরী করা বা চালিয়ে দেখার জন্য সাধারণ একটি ওয়েব ব্রাউজারই যথেষ্ট, ওয়েব সার্ভারের কোন প্রয়োজন নেই। তবে আপনার ওয়েব পেজগুলো বা পুরো ওয়েব সাইটটি অন-লাইনে রাখতে চাইলে আপনার প্রয়োজন হবে একটি ফ্রি অথবা পেইড ওয়েব হোস্ট, যা পরবর্তীতে আমি আলোচনা করবো। চলুন এবার তাহলে আমরা আবার ফিরে যাই HTML ট্যাগ প্রসঙ্গে।

HTML এর ট্যাগ সমূহঃ

আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, কিভাবে সাধারণ একটি HTML পেজ তৈরী করা যায় এবং তা ওয়েব ব্রাউজারের সাহায্যে দেখা যায়। এবার আমরা HTML এর বাদ-বাকি ট্যাগগুলোও শিখে ফেলবো। HTML পেজের HEAD অংশে যে সকল ট্যাগ সমূহ অবস্থান করে, তাদের আউটপুটগুলো ওয়েব ব্রাউজারে দৃশ্যমান হয় না। এগুলো কিছু বিশেষ ট্যাগ, যা সার্চ ইঞ্জিনগুলোকে ওয়েব পেজটি সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের তথ্য প্রদান করে। এছাড়া আরও কিছু বিশেষ বিশেষ ট্যাগ রয়েছে, যেগুলো শুধুমাত্র HTML পেজের HEAD অংশে ব্যবহৃত হয়। যাই হোক, এই মূহুর্তে আমরা যে ট্যাগগুলো শিখবো তা শুধুমাত্র HTML পেজের BODY অংশে ব্যবহার করবো।

<B> এবং </B> এর মাঝখানে কোন টেক্সট লিখলে তা ওয়েব ব্রাউজারে বোল্ড আকারে দেখাবে। যেমন:
<B>I am Bold.</B>

<I> এবং </I> এর মাঝখানে কোন টেক্সট লিখলে তা ওয়েব ব্রাউজারে ইটালিক আকারে দেখাবে। যেমন:
<I>I am Italic. </I>

<U> এবং </U> এর মাঝখানে কোন টেক্সট লিখলে তা ওয়েব ব্রাউজারে আন্ডারলাইন্ড আকারে দেখাবে। যেমন: *<U>I am Underlined. </U>*

এখন আপনি যদি একই সাথে কোন লেখাকে বোল্ড, ইটালিক এবং আন্ডারলাইন্ড করতে চান, তাহলে ট্যাগগুলোকে এভাবে ব্যবহার করুন: *<B><I><U>Hi, I am a Bold, Italic and Underlined text.</U></I></B>*

HTML এ ট্যাগ ব্যবহারের ছোট্ট একটি নিয়ম রয়েছে, আর তা হলো সবচাইতে শেষে শুরু করা ট্যাগটিকে সবার আগে ক্লোজ করতে হবে। যদিও এটি কোন স্ট্রিক্ট নিয়ম নয় এবং আপনি যদি এই নিয়মটি মেনে নাও চলেন, তবুও আধুনিক যে কোন ওয়েব ব্রাউজার আপনাকে সঠিক আউটপুট দিতে সক্ষম হবে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রম হতে পারে, তাই নিয়মটি মেনে চলাই ভাল।

কোন টেক্সটকে হেডিং হিসেবে দেখানোর জন্য HTML এ রয়েছে ৬ রকমের ছয়টি হেডিং ট্যাগ, এগুলো হলো যথাক্রমে - H1, H2, H3, H4, H5, H6 ট্যাগ। নিচের ছবিতে এদের ব্যহার দেখুন:

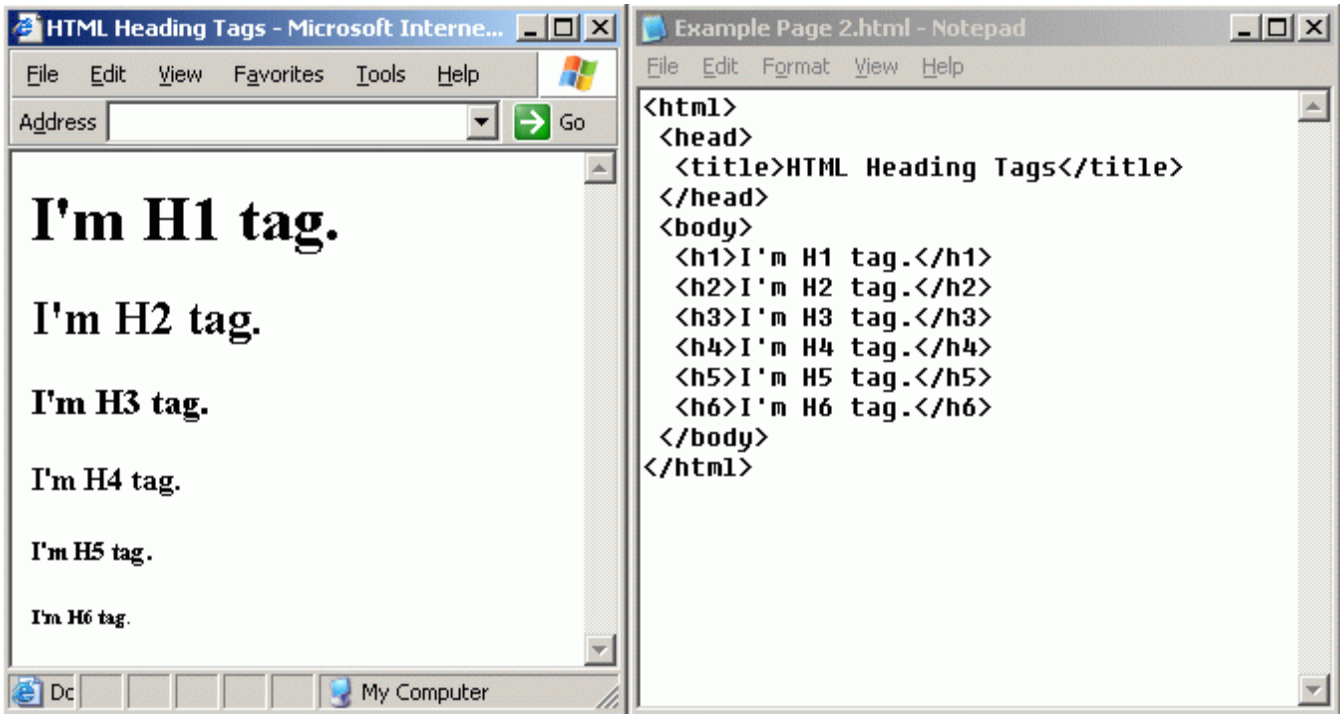

হেডিং ট্যাগগুলোর আবার বিশেষ কিছু অপশন রয়েছে, যা ট্যাগগুলোর ভেতরে লিখতে হয়। এদেরকে এ্যাট্রিবিউট বলা হয়। যেমন আপনি যদি H1 ট্যাগটির কনটেন্টসমূহ ওয়েব পেজের মাঝখানে দেখতে চান, তাহলে লিখতে হবে: *<H1 align="center">Hi, I'm H1 tag.</H1>*. এখানে align হচ্ছে H1 ট্যাগটির এ্যাট্রিবিউট আর = চিহ্নের পরে উর্দ্ধকমার ভেতরের অংশটুকু হলো ভ্যালু। align এর অন্যান্য ভ্যালুগুলো হচ্ছে left এবং right। HTML এ এরকম অনেক ট্যাগের ভেতরে এ্যাট্রিবিউট দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

*** HTML ল্যাঙুয়েজের পুরো অনলাইন ডকুমেন্টেশন পড়তে চাইলে চলে যান ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কনসোর্টিয়ামের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে http://www.w3.org/MarkUp/ ***

কোন বড় ধরণের রচনা প্যারা আকারে পেতে হলে ব্যবহার করুন <P></P> ট্যাগ। এবার প্রতিটি প্যারা <P> এবং </P> ট্যাগের মাঝখানের অংশটুকুতে টাইপ করুন। <P> ট্যাগেও হেডিং ট্যাগসমূহের align এ্যাট্রিবিউটটি একইভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন: *<P align="right">I'm a paragraph.</P>*.

আপনি যদি আপনার টেক্সট এডিটরে কয়েক লাইন টাইপ করে যান এবং এরপর ফাইলটি HTML পেজে সেভ করেন, তাহলে দেখবেন আপনার পূর্বের লেখার ফর্ম্যাটিং নষ্ট হয়ে গেছে এবং কোন লাইন ব্রেক অক্ষুন্ন নেই। পূর্বের লেখার ফর্ম্যাটিং অক্ষুন্ন রাখতে চাইলে ব্যবহার করুন <PRE></PRE> ট্যাগ। আর লাইন ব্রেক পেতে হলে ব্যবহার করুন
 ট্যাগ। উল্লেখ্য
 ট্যাগের কোন ক্লোজিং ট্যাগ নেই। যেমন:

*This is the first line.
*
*This is the second line.
*
This is the third line.

এখানে
 ট্যাগ ব্যবহার না করলে ব্রাউজার তিনটি লাইনকেই এক লাইনে দেখাতো।

ওয়েব পেজে একটি লম্বা, সমান্তরাল লাইন পেতে হলে <HR> ট্যাগটি ব্যবহার করুন। এই ট্যাগটিরও কোন ক্লোজিং ট্যাগ নেই। তবে এর ভেতরে এ্যাট্রিবিউট হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন align, width, size এবং color. এদের মধ্যে color এ্যাট্রিবিউটটি সব ব্রাউজারে কাজ করে না। align এ্যাট্রিবিউটটি আগের মতই ব্যবহার করতে পারবেন। width এর ভ্যালু হিসেবে দিতে হবে পেজের শতকরা কত অংশ জুড়ে আপনি লাইনটি চান, যেমন: *width="60%"*. size এর ভ্যালু পিক্সেলে দিতে হবে, অর্থাৎ আপনি আপনার লাইনটি ওয়েব পেজে কত পিক্সেল পুরু দেখতে চান, তা লিখতে হবে। যেমন: *size="8"*. উদাহরণ দেখুন: *<HR align="right" width="60%" size="8" color="blue">* এর আউটপুট আসবে এরকম -

---

color এ্যাট্রিবিউটটির ভ্যালু হিসেবে আপনি যে কোন স্ট্যান্ডার্ড রঙয়ের নাম ব্যবহার করতে পারেন। যেমন: red, blue, green, lime, gray, silver, black, white, orange, skyblue, navy, aqua, magenta, yellow, maroon, olive, pink, gold, wheat, teal, brown, chocolate, ivory, lavender, snow, tan ইত্যাদি। এছাড়া আরও কিছু রং রয়েছে। তবে আপনার মনের মত রংটি ব্যবহার করতে চাইলে আপনাকে হেক্সাডেসিমল ফর্ম্যাটে কালার ভ্যালু দিতে হবে। যেমন টকটকে লাল রঙের হেক্সাডেসিমল ভ্যালু হচ্ছে #FF0000, কড়া নীল রঙের হেক্সাডেসিমল ভ্যালু হচ্ছে #0000FF ইত্যাদি। বিস্তারিত জানতে হলে চলে যান ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কনসোর্টিয়ামের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে। নিম্নে প্রদত্ত হেক্সাডেসিমল টেবিলটি মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করুন:

হেক্সাডেসিমল টেবিলঃ

ডেসিমল সংখ্যা	হেক্সাডেসিমল সংখ্যা
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

<BODY> ট্যাগে অপশনাল কিছু এ্যাট্রিবিউট বসিয়ে দিয়ে আপনি বদলে দিতে পারেন ওয়েব পেজটির ব্যাকগ্রাউন্ড, টেক্সট কালার এবং ব্যাকগ্রাউন্ড পটভূমি। যেমন: *<body bgcolor="#000090" text="#FFFFFF" background="BackImage.jpg">*. bgcolor এ্যাট্রিবিউটটি ব্যাকগ্রাউন্ড এবং text এ্যাট্রিবিউটটি টেক্সট কালার বদলে যথাক্রমে নেভী এবং হোয়াইট করে দেবে। আর background এ্যাট্রিবিউটটি "BackImage.jpg" ছবিটি ব্যবহার করে বদলে দেবে ওয়েব পেজটির পিছনের পটভূমি।

বেশীরভাগ ওয়েব ব্রাউজারের ডিফল্ট ফন্ট হিসেবে থাকে "Times New Roman". এই টিউটোরিয়ালটির উদাহরণগুলোর আউটপুট আমরা "Times New Roman" ফন্টেই দেখেছি। এবার আমরা শিখবো কিভাবে আমরা ফন্ট পরিবর্তন করবো। ফন্ট পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন <FONT></FONT> ট্যাগ, আর এর এ্যাট্রিবিউটগুলো হচ্ছে face, size, color. একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা এর ব্যবহার দেখে নেই:

This text should be light green, 5 point in size.

face এ্যাট্রিবিউটটিতে আপনি ফন্টের পূর্ণ নাম ব্যবহার করবেন। এখানে আপনি একাধিক ফন্টের নাম ব্যবহার করতে পারেন, কারণ আপনার ওয়েব সাইট ভিজিটরের কম্পিউটারে প্রথম ফন্টটি ইনস্টল্ড না থাকলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ফন্টটি ব্যবহৃত হবে। তবে হ্যাঁ, এমন কোন ফন্ট ব্যবহার করবেন না, যা সচরাচর অন্যান্য কম্পিউটারে ইনস্টল্ড অবস্থায় থাকে না। কমন কিছু ফন্ট হচ্ছে "Times", "Times New Roman", "Helvetica", "sans-serif", "Serif", "Verdana", "System", "Tahoma", "Courier", "Courier New", "Dialog" ইত্যাদি।

size এ্যাট্রিবিউটটিতে আপনি নিজে নিজে বিভিন্ন সাইজ দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখুন। আর color এ্যাট্রিবিউটটির ব্যবহার পূর্বের মতই।

 ট্যাগটি সাবস্ক্রিপ্টের জন্য, যেমন *Water = H₂O*, আউটপুট আসবে Water=H_2O, আর ট্যাগটি সুপারস্ক্রিপ্টের জন্য, যেমন *Today is 22nd June*, আউটপুট আসবে Today is 22^{nd} June.

<CENTER></CENTER> ট্যাগের মাঝখানে যে কোন কনটেন্ট রাখলে তা ওয়েব পেজের মাঝামাঝি অবস্থানে চলে আসবে। <DIV></DIV> ট্যাগটি দ্বারা পেজের বিভিন্ন ডিভিশনের লেআউট ডিজাইন করা হয়। এর align এ্যাট্রিবিউটটি রয়েছে, যার ব্যবহার আমরা ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি ট্যাগে দেখেছি।

চলুন না এবার আমরা আমাদের এ পর্যন্ত শেখা HTML ট্যাগগুলো দিয়ে তৈরী করে ফেলি সাধারণ একটি ওয়েব পেজ। নিচের ট্যাগগুলো আপনার টেক্সট এডিটরে টাইপ করে HTML পেজ হিসেবে সেভ করুন।

```
<!-- This is a demo page, Author: Shovon, Dated: 22nd June, 2005 -->
<html>
 <head>
  <title>Try It!</title>
 </head>
 <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000090" background="ACBLUPRT.GIF">
  <hl align="center" >This is a sample heading</hl>
  <hr color="#009000" size="2" width="50%" align="center">
  <div align="left">
   This is a sample division tag. I am giving a line break<br>
   here. Did you notice? H<sub>2</sub>0 and 22<sup>nd</sup> June.
  </div>
  <p align="left">
   <font color="#D9409F" face="sans-serif, arial" size="2">
    <u>This is an example of paragraph tag. This web page will not look
    nice, please consider it only for a sample. See? I did not give a
    line break, so the line continues until it reached to the end of
    the page.</u>
   </font>
  </p>
  <font face="Courier, Dialog" size="5" color="#FF9900">
   <pre>
    <b>Here I am using the preformatted tag. It will retain
 the format
          I used. See the changes?</b>
   </pre>
  </font>
 </body>
</html>
<!-- End of the demo page -->
```

পেজটির শুরুতে এবং শেষে আমি নতুন একটি ট্যাগ ব্যবহার করেছি, যা কমেন্ট ট্যাগ নামে পরিচিত। ট্যাগটি এরকম <!-- আপনার মন্তব্য এখানে লিখবেন -->, এই ট্যাগটির কোন ক্লোজিং ট্যাগ নেই। এই ট্যাগটির ভেতরে কিছু লিখলে তা আপনার মন্তব্য হিসেবে গণ্য হবে এবং ব্রাউজারে প্রদর্শিত হবে না। সম্ভব হলে আপনার ওয়েব পেজগুলো দুইয়ের অধিক সংখ্যক ওয়েব ব্রাউজারে টেস্ট করে দেখার চেষ্টা করবেন। নিচে মজিলা ব্রাউজারে উপরের কোডটির আউটপুট দেখুন:

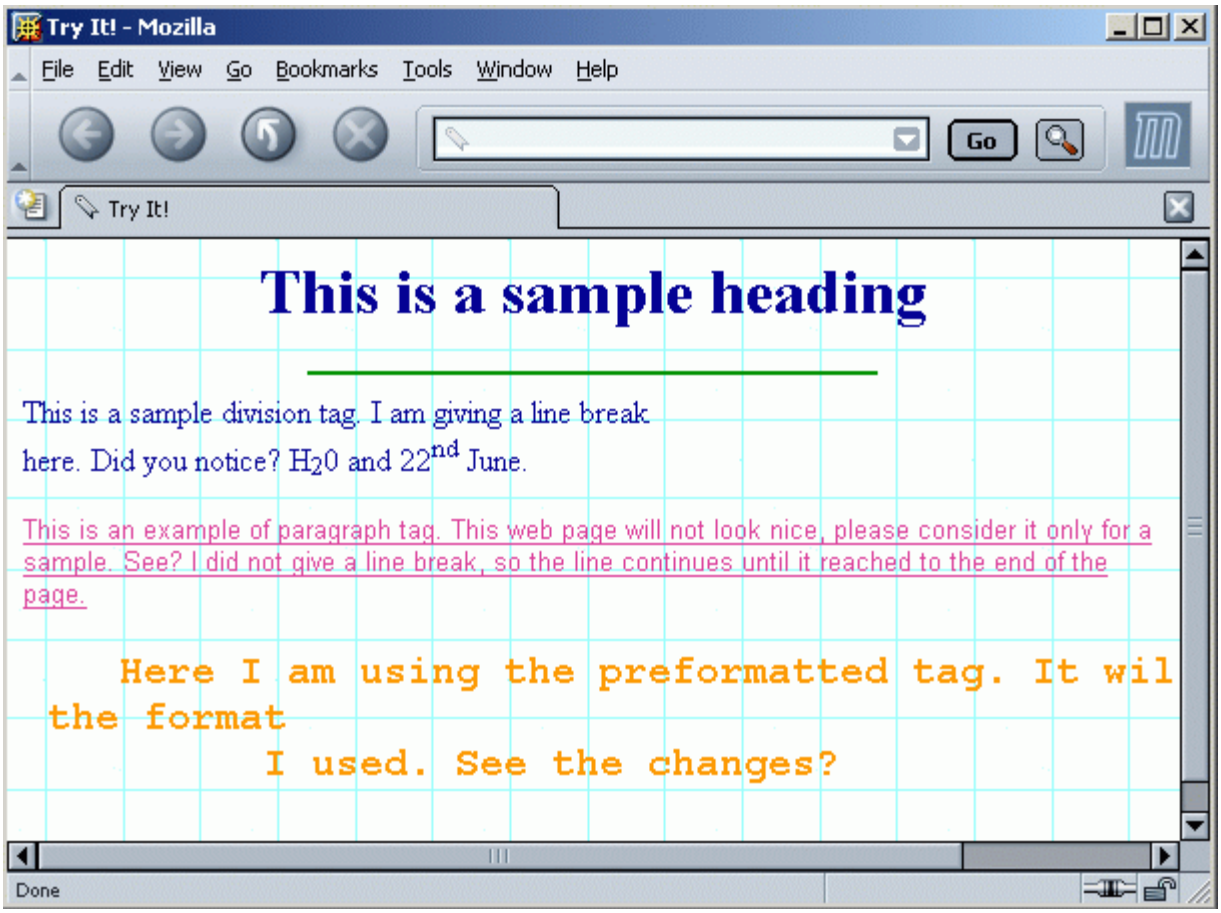

আজ এ পর্যন্তই থাক, আল্লাহর রহমতে বেঁচে থাকলে ইনশাল্লাহ্ আবার আগামী পর্বে আপনাদের সাথে দেখা হবে। এ পর্যন্ত শেখা HTML ট্যাগগুলো ধৈর্য্যের সঙ্গে চর্চা করুন, তা নাহলে ভুলে যেতে সময় লাগবে না। টিউটোরিয়ালটি সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত আমাকে জানান।

-- মোহাম্মদ আহ্সানুল হক শোভন
ইমেইল-১: ahsanul_haque_shovon@yahoo.com
ইমেইল-২: ahsanul_haque_shovon@unilinkbd.net
ওয়েবসাইট: http://www.shuvorim.tk

সোমবার, ২৭ শে জুন, ২০০৫

HTML শিখুন (পর্ব-৩)

আমি ধরে নিচ্ছি "HTML শিখুন" টিউটোরিয়ালটির প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্ব দু'টি আপনি পড়েছেন এবং চর্চা করেছেন। আপনি যদি কোন কারণে পর্বগুলো পড়ে না থাকেন, তাহলে এই ওয়েব সাইটটি থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন http://www.shuvorim.tk

HTML এ ইমেজ সংযুক্তিকরণঃ

আপনি নিশ্চয়ই HTML পেজে ইমেজ সংযুক্তিকরণ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী? আপনি যদি এই টিউটোরিয়ালটির পূর্বের পর্বগুলো ঠিকমত পড়ে ও চর্চা করে থাকেন, তাহলে আপনার কাছে HTML পেজ তৈরী করা এখন কোন কঠিন কাজ নয়। যাই হোক, চলুন এবার আমরা দেখি কিভাবে HTML পেজে ইমেজ ডিসপ্লে করা যায়।

প্রথমে আমরা পুরো ইমেজ ট্যাগটি অন্যান্য এ্যাট্রিবিউটসহ দেখে নেই। ইমেজ ট্যাগটি হলো এরকম: *<IMG src="location of the image" border="in pixel" width="in pixel" height="in pixel" alt="alternative text" hspace="in pixel" vspace="in pixel" align="top / middle / bottom">*

কি বুঝতে সমস্যা হচ্ছে? আসলে HTML পেজে ইমেজ ব্যবহার করার জন্য এতগুলো এ্যাট্রিবিউটের প্রয়োজন হয় না। src হলো আপনার ইমেজটি কোথায় আছে, তার বর্ণনা। ধরুন আপনার ওয়েব পেজটি রয়েছে "D:\My Web Pages\Image Test.html" নামে এবং আপনার ইমেজটি রয়েছে "C:\My Images\Wallpaper\Flower.png" নামে। তাহলে আপনাকে src তে ভ্যালু হিসেবে লিখতে হবে *src="C:\My Images\Wallpaper\Flower.png"*। সাবধান, এ ধরনের বোকামি ভুলেও করতে যাবেন না। কারণ পেজটি যতক্ষণ আপনার পিসিতে থাকবে, ততক্ষণ ঠিকমতই আউটপুট দিবে। কিন্তু যখনই আপনি এই পেজটিকে কোন ওয়েব সার্ভারে রাখবেন বা অন্য কোন পিসিতে স্থানান্তর করবেন, তখনই পেজটি উক্ত ওয়েব সার্ভারে বা উক্ত পিসিতে উল্লেখিত লোকেশনে ইমেজমটিকে খোঁজ করবে এবং খুঁজে না পেলে ইমেজের স্থলে একটি ক্রস চিহ্ন দেখাবে। তাই সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি হলো যে ফোল্ডারে আপনি আপনার ওয়েব পেজটি রেখেছেন, সেই ফোল্ডারের ভেতরেই "images" বা অন্য কোন নামে নতুন একটি ফোল্ডার তৈরী করে তার ভেতরে প্রয়োজনীয় ইমেজগুলো কপি করে রাখা এবং প্রয়োজনমাফিক ব্যবহার করা। ধরে নেই আপনার ওয়েব পেজটি রয়েছে "D:\My Web Pages\Image Test.html" এবং আপনি পেজটিতে "Flower.png" নামক ইমেজটি ব্যবহার করতে চান। তাহলে "D:\My Web Pages" এর ভেতরে "images" নামে নতুন একটি ফোল্ডার তৈরী করুন এবং তার ভেতরে "Flower.png" নামক ইমেজটি কপি করে নিয়ে আসুন। এবার আপনি আপনার ওয়েব পেজে ইমেজটি ব্যবহার করতে পারেন এভাবে:

<img src="images/Flower.png" border="0" width="350" height="220">

ব্যস্ হয়ে গেল। দেখলেন তো এবার আর আপনাকে ইমেজটির জন্য লম্বা কোন লোকেশন লিখতে হচ্ছে না। ওয়েব পেজটি স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে একই সাথে "images" ফোল্ডারটি কপি করতে ভুলবেন না যেন।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভাল যে, ওয়েব সম্পর্কিত যে কোন ধরণের ফাইলের ক্ষেত্রে কোন স্পেস্ ব্যবহার না করাই ভাল। স্পেসের পরিবর্তে আপনি আন্ডারস্কোর (_) ব্যবহার করতে পারেন। যেমন ধরুন "My Web Pages" না লিখে, লিখুন "My_Web_Pages" অথবা "MyWebPages" একসাথে লিখতে পারেন কোন আন্ডারস্কোর (_) ছাড়াই।

লিস্ট এর ব্যবহারঃ

উপরের চিত্রটি লক্ষ্য করুন, একে লিস্ট বলা হয়। HTML এ লিস্ট দু'ধরণের হয়ে থাকে, যথা আন-অর্ডারড লিস্ট এবং অর্ডারড লিস্ট। আন-অর্ডারড লিস্টের জন্য <UL></UL> ট্যাগ এবং অর্ডারড লিস্টের জন্য <OL></OL> ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। এছাড়া দু'ধরণের লিস্ট আইটেমের জন্য <LI></LI> ট্যাগ ব্যবহার করা হয়। আন-অর্ডারড লিস্টের জন্য অপশনাল এ্যাট্রিবিউটটি হচ্ছে type. আপনি type হিসেবে যথাক্রমে square, circle, disc ভ্যালুগুলো দিতে পারবেন। কোন এ্যাট্রিবিউট না দেওয়া হলে লিস্ট আইটেমগুলোকে এটি disc হিসেবে দেখাবে। উপরের চিত্রটিতে square এবং circle ভ্যালু ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্ডারড লিস্টেও type এ্যাট্রিবিউটটি রয়েছে। তবে আন-অর্ডারড লিস্টের সাথে অর্ডারড লিস্টের পার্থক্য হলো, এটি লিস্ট আইটেমগুলোকে সংখ্যানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে দেখায়। অর্ডারড লিস্টে type এ্যাট্রিবিউটটির ভ্যালু হিসেবে আপনি দিতে পারেন যথাক্রমে 1, I, i, A, a.

আমরা এবার উপরের চিত্রটির কোডগুলো দেখে নেই, তাহলে হয়ত পুলো ব্যাপারটা বোঝা আপনার জন্য সহজ হবে।

```
<html>
 <body>
  <font size="5" color="#D00000">
   Bangladesh
  </font>
   <ul type="square">
    <font size="4" color="#0000A0">
     <li>Chittagong
     <li>Dhaka
     <li>Rajshahi
    </font>
    <ul type="circle">
     <font size="3" color="teal">
      <li>Bogra
      <li>Dinajpur
      <li>Rangpur
     </font>
    </ul>
```

```
  <font size="4" color="#0000A0">
   <li>Sylhet
  </font>
 </ul>
</body>
</html>
```

ওয়েব পেজ লিঙ্কিংঃ

এবার আসছি ওয়েব সাইট তৈরীর খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশে, ওয়েব পেজ লিঙ্কিং। আপনার ওয়েব সাইটে যদি সুন্দরভাবে একটি পেজের সাথে অন্য আর একটি পেজের লিঙ্ক করে দেওয়া না থাকে, তাহলে আপনি নিজে ছাড়া অন্য কেউ আপনার ওয়েব সাইটটি ব্রাউজ করতে পারবে না। কারণ আপনি নিজে জানেন কোন পেজের কি নাম এবং কোন পেজটি কোথায় রাখা আছে, কিন্তু একজন ভিজিটর তা জানেন না। তাই ওয়েব পেজ লিঙ্কিং অংশটুকুতে একটু বেশী মনোযোগ দিন।

<A></A> ট্যাগ দিয়ে লিঙ্ক তৈরী করা হয়। এর পুরো নাম এ্যাঙ্কর ট্যাগ। এই ট্যাগটির অত্যাবশ্যকীয় এ্যাট্রিবিউটটি হচ্ছে href. href এ্যাট্রিবিউটটির ভেতরে ভ্যালু হিসেবে দিতে হবে, আপনি যে পেজটির সাথে বর্তমান পেজটির সংযোগ ঘটাতে চান, তার ঠিকানা। আর ওপেনিং এবং ক্লোজিং ট্যাগের মাঝামাঝি কোন টেক্সট লিখতে হবে, যা ভিজিটররা দেখতে পাবেন। যেমন ধরুন আপনি দু'টি পেজ তৈরী করেছেন, যাদের নাম যথাক্রমে "pageA.html" এবং "pageB.html". এখন প্রথম পেজটির সাথে দ্বিতীয় পেজটির লিঙ্কিং করতে লিখুন:

```
<a href="pageB.html">Go to Page B</a>
```

আউটপুট আসবে এরকম Go to Page B.

এ্যাঙ্কর ট্যাগের আরও কিছু অপশনাল এ্যাট্রিবিউট রয়েছে। target এ্যাট্রিবিউটটি দ্বারা আপনার লিঙ্কটি কিভাবে ওপেন হবে, তা আপনি নির্ধারণ করে দিতে পারবেন। যেমন *target="_new"* বা *target="_blank"* লিখলে লিঙ্কটি ওয়েব ব্রাউজারের একটি নতুন উইন্ডোতে ওপেন হবে (যদি না পপ আপ ব্লকার পেজটি ব্লক করে দেয়)। আর *target="_self"* লিখলে লিঙ্কটি ওয়েব ব্রাউজারের বর্তমান উইন্ডোতেই ওপেন হবে (এটি না লিখলেও চলে, কারণ এটাই ডিফল্ট)। এছাড়া রয়েছে title এ্যাট্রিবিউটটি, *title="Clicking on this link will take you to the Page B"* লিখলে ভিজিটর তার মাউস লিঙ্কটির উপরে আনলে "Clicking on this link will take you to the Page B" লেখাটি ভেসে উঠবে। এ্যাঙ্কর ট্যাগ দ্বারা একই পেজের বিভিন্ন অংশে লিঙ্কিং করাও সম্ভব name এ্যাট্রিবিউটটি ব্যবহার করে।

ও হ্যাঁ, বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম যে, এ্যাঙ্কর ট্যাগ দ্বারা আপনি ইমেইল এ্যাড্রেসও লিঙ্কিং করতে পারবেন। এই কোডটি লক্ষ্য করুন:

```
<a href="mailto:nobody@nowhere.onearth?subject=Demo Email">Email Me</a>
```

এর আউটপুট আসবে এরকম Email Me. লিঙ্কটিতে ক্লিক করলেই আপনার ইমেইল ক্লায়েন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যাবে, "nobody@nowhere.onearth" এ্যাড্রেস্‌টি টু ফিল্ডে এবং "Demo Email" এ্যাড্রেস্‌টি সাবজেক্ট ফিল্ডে বসে যাবে।

টেবিল তৈরীঃ

ওয়েব পেজে টেবিলের মাধ্যমে টেক্সটগুলোকে সাজিয়ে দেখানো হয়। টেবিল তৈরীর পুরো ট্যাগটি হচ্ছে এরকম:

<TABLE border="in pixel" width="in percentage / in pixel" cellspacing="in pixel" cellpadding="in pixel" align="left / center / right" bgcolor="color name"></TABLE>

এর প্রতিটি এ্যাট্রিবিউটই অপশনাল। টেবিলের রো তৈরীর জন্য রয়েছে:

<TR bgcolor="color name" align="left / center / right" valign="top / middle / bottom" width="in percentage / in pixel"></TR>

এবং কলাম তৈরীর জন্য রয়েছে:

<TD colspan="number" rowspan="number" bgcolor="color name" align="left / center / right" valign="top / middle / bottom" width="in percentage / in pixel"></TD>

এছাড়াও টেবিলের বডি উল্লেখের জন্য রয়েছে:

<TBODY></TBODY>

ট্যাগটি, যা সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। টেবিলের উপরে বা নিচে ক্যাপশন দিতে চাইলে ব্যবহার করতে পারেন:

<CAPTION align="top / bottom"></CAPTION>

ট্যাগ। এছাড়া আপনি যদি টেবিলের হেডিং এর কলামগুলো বোল্ড করতে চান, তাহলে ব্যবহার করতে পারেন: <TH></TH> ট্যাগ। এবার আমরা একটি সাধারণ টেবিল তৈরী করবো, যার ৫ টি রো থাকবে এবং প্রতিটি রো তে ৩ টি করে কলাম থাকবে। টেবিলটিতে COLSPAN, ROWSPAN এ্যাট্রিবিউট দু'টির সাহায্যে আমরা দু'টি রো এবং দু'টি কলামকে জোড়া লাগিয়ে দেখবো। চলুন দেখা যাক:

```
<html>
 <body>
  <table border="1" cellspacing="1" cellpadding="4" align="left">
   <tr bgcolor="#0090E9" valign="top">
    <th align="center">Serial</th>
    <th align="center">Name</th>
    <th align="center">Roll</th>
   </tr>
   <tr bgcolor="#D0D0F0" valign="top">
    <td align="left">01</td>
    <td align="center">Abcd</td>
    <td align="right">22</td>
   </tr>
   <tr bgcolor="#B0B0F0" valign="top">
    <td align="left" colspan="2">02</td>
    <td align="right">23</td>
   </tr>
   <tr bgcolor="#9090F0" valign="top">
    <td align="left">03</td>
    <td align="center">Ijkl</td>
    <td align="right" rowspan="2">24</td>
   </tr>
   <tr bgcolor="#7070F0" valign="top">
    <td align="left">04</td>
    <td align="center">Mnop</td>
   </tr>
  </table>
 </body>
</html>
```

উপরের কোডগুলো ঝটপট আপনার টেক্সট এডিটরে টাইপ করে ফেলুন। এবার HTML পেজ হিসেবে সেভ করুন। এখন পেজটি ওয়েব ব্রাউজারে ওপেন করলে এরকম দেখাবে:

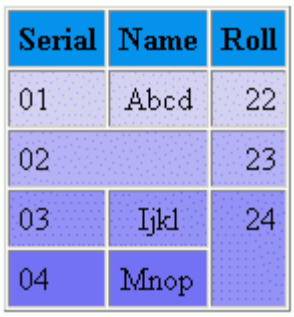

Serial	Name	Roll
01	Abcd	22
02		23
03	Ijkl	24
04	Mnop	

তৃতীয় রো টি এবং পঞ্চম রো টি খেয়াল করুন। তৃতীয় রো টিতে COLSPAN ব্যবহার করায় দু'টি কলাম জোড়া লেগে গেছে। আবার চতুর্থ রো টিতে ROWSPAN ব্যবহার করায় পঞ্চম রো এর শেষ কলামটিকে সে নিজের সাথে জোড়া লাগিয়ে ফেলেছে।

ওয়েব হোস্ট এবং এ্যাড অনস্ঃ

আপনি যদি ইতিমধ্যেই আপনার ওয়েব সাইটি তৈরীর কাজে হাত দিয়ে থাকেন এবং এটি অন-লাইনে রাখতে চান, যাতে সবাই ব্রাউজ করতে পারে, তাহলে আপনার এই মূহুর্তে প্রয়োজন ভাল কিছু ওয়েব হোস্টের ঠিকানা ও তাদের প্রদত্ত সুবিধাবলীসমূহ।
নিচে আমি কিছু ওয়েব হোস্টের ফিচারসহ তালিকা দিলাম, বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন সংশ্লিষ্ট ওয়েব সাইটগুলো। এরা ফ্রি এবং পেইড, দু'ধরণের সার্ভিস্ই দিয়ে থাকে।

http://www.bravenet.com
* Limited bandwidth
* No database support
* Super add ons
* Banner ads
* 50 MB space
* Web based FTP upload
* Limited file types

http://www.geocities.com
* Limited band width
* No database support
* Huge add ons
* Banner and frame ad
* 15 MB space
* HTTP upload
* Limited file types

http://www.brinkster.com
* Limited bandwidth
* ASP support
* ASP.NET support
* Access DB support
* Google banner and text ads

* 15 MB space (Educational package)
* HTTP upload
* Limited file types

উপরের ওয়েব সাইটগুলোর মধ্যে যদি একটিও আপনার পছন্দ না হয় (শুধুমাত্র ফ্রি ওয়েব সাইটের ফিচারসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে), তাহলে সোজা চলে যান http://www.free-webhosts.com ওয়েব সাইটটিতে। এখানে রয়েছে ৯০০ টির ও বেশী ওয়েব হোস্টের ঠিকানা, যা থেকে বেছে নিতে পারেন আপনার পছন্দের ওয়েব হোস্টটি। তবে উপরে উল্লেখিত ওয়েব হোস্টগুলো দারুন কিছু এ্যাড অনস্ বিনামূল্যে সরবরাহ করে, যা আপনার ওয়েব সাইটটিকে আরও বেশী ইন্টার‍্যাকটিভ করে তুলবে। এদের মধ্যে হিট কাউন্টার, ফোরাম, গেস্ট বুক, ওয়েব সাইট স্ট্যাটিসটিকস্, ডিএইচটিএমএল এ্যানিমেশন, জাভাস্ক্রিপ্ট কোড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া আপনি নিজে নিজেও বিভিন্ন ওয়েব সাইট থেকে সংগ্রহ করতে পারেন বিভিন্ন এ্যাড অনস্। এদের মধ্যে http://javascript.internet.com, http://www.planetsourcecode.com, http://www.pheaven.com, http://javaboutique.internet.com, http://www.dynamicdrive.com ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আমার ওয়েব সাইটটি তো রয়েছেই (নিজের কথা কেমনে বলি?) :)

আমার তৈরী করা "ফটো এ্যালবাম স্ক্রিপ্ট জেনারেটর" প্রোগ্রামটি দিয়ে আপনি নিমেষেই তৈরী করে ফেলতে পারবেন আপনার চাহিদামাফিক ছবির এ্যালবাম, আর "জাভাস্ক্রিপ্ট ইমেজ স্লাইডার" দিয়ে তৈরী করে নিতে পারবেন কাস্টমাইজড ছবির স্লাইড শো। বিস্তারিত জানতে http://www.shuvorim.tk তে গিয়ে ডাউনলোড পেজটিতে চলে যান।

ফ্রি ডোমেইন নেমঃ

আপনি যত ভাল ওয়েব হোস্টই পছন্দ করুন না কেন, তারা আপনাকে আপনার ওয়েব সাইটের এ্যাড্রেস্ হিসেবে দেবে একটি লম্বা ঠিকানা, যা দেখতে বেশ খারাপ লাগবে এবং ভিজিটরদের জন্য মনে রাখাও বেশ কষ্টকর। ধরুন আপনি ইয়াহু!জিওসিটিস্ এ ওয়েব সাইট ওপেন করেছেন এবং আপনার ইউজার নেম হলো লাল্লু_মদন। তাহলে আপনার ওয়েব সাইটের এ্যাড্রেস্টি দাঁড়াবে এরকম: http://www.geocities.com/lallu_modon/ , কি একটু বড় দেখাচ্ছে না? এটি পাল্টে আপনি আপনার ওয়েব সাইটটির এ্যাড্রেস্ http://www.modon.tk বা অন্য কোন নামে ফ্রি রেজিস্টেশন করে নিতে পারেন http://www.dot.tk ওয়েব সাইটটি থেকে।

আজ অনেক হলো, আশা করি আগামী পর্বের মধ্যেই টিউটোরিয়ালটির ইতি টানতে পারবো। যদি ততদিন আল্লাহ তায়ালার রহমতে বেঁচে থাকি। টিউটোরিয়ালটি সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত আমাকে জানান।

-- মোহাম্মদ আহ্সানুল হক শোভন
ইমেইল-১: ahsanul_haque_shovon@yahoo.com
ইমেইল-২: ahsanul_haque_shovon@unilinkbd.net
ওয়েবসাইট: http://www.shuvorim.tk